



108996 - মুশরকিদরে সাথে হারাম সাদৃশ্য নরিণয়রে মূলনীতি

প্রশ্ন

আমি কিছু মানুষকে বলতে শুনছি যে প্যান্ট-সুট পরা হারাম, কারণ এতে করে কাফরেদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। এই কথা কিসঠকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা মুসলমিদরে জন্য কাফরেদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।” [হাদীসটি আবু দাউদ (৪০৩১) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদে হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

কাফরেদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম এমন সকল বিষয়ে যোগুলো তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং যোগুলো মুসলমিরা ধারণ করে না।

এই বিশেষত্বের অর্থ স্পষ্ট হয় এভাবে যে: কোনো ব্যক্তিকে উক্ত কাজ করতে দেখলে বলা হয়, সে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত যাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে নষিধে করা হয়েছে। আর এটি নিশ্চয় এমন কাজের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে যে কাজটি কেবল ঐ সম্প্রদায়ই করে। অন্যদিকে যে কাজ মুসলমিরা ও তারা উভয়ে করে, সটোর ব্যাপারে এমনটি বলা সম্ভবপর নয় যে: এটি নষিদ্ধ সাদৃশ্য গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কাজটি তাদের সাথে নরিদষিট নয়।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়: যে কাজগুলো কেবল এ কারণেই নষিধে করা হয় যে যোগুলো মুশরকিদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ, যোগুলোর হুকুম স্থান-কালভদে এবং রীতি-সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

যদি এ ধরনের পোশাক কোনো দেশে কেবল কাফরেরাই পরাধান করে থাকে, তাহলে সে দেশের মুসলমিরে জন্য ঐ পোশাক পরা হারাম। কনিতু যদি অন্য কোনো দেশে মুসলমি-কাফরে উভয়ে এটি পরে থাকে, তাহলে ঐ দেশে ঐ পোশাক পরাধান করা জায়েয।

বর্তমান সময়ে সুট-প্যান্ট পরা কাফরেদের সাথে নরিদষিট নয়। বরং সকল দেশে মুসলমিরা ঐ পোশাক পরে। তারা ঐ



পোশাককে কাফরেদদের অনুসরণ হয়েছে বলে মনে করে না। কারণ এটি তাদের বিশেষত্ব নয়। সুতরাং এই পোশাক পরা বৈধ।
এটি পরতে কোনও আপত্তি নেই।

আমরা ইতঃপূর্বে (105412) ও (105413) নং প্রশ্নে স্যুট-প্যান্ট পরার বৈধতার বিষয়ে ফতোয়া বৈধক স্থায়ী কমিটির
ফতোয়া উল্লেখ করেছি।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘কাফরেদদের সাদৃশ্য গ্রহণের বিষয়ে মূলনীতি কী?’
তিনি উত্তর দেন: ‘কাফরেদদের সাদৃশ্য গ্রহণের বিষয়টি বিশেষভাবে, পোশাক-পরচ্ছদ, খাদ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হতে পারে।
কারণ সাদৃশ্য গ্রহণ শব্দটি ব্যাপক। এর অর্থ হলো ব্যক্তি এমন কিছু করবে যা কাফরেদদের জন্য বৈধ। যার ফলে কউ
তাকে দেখলে কাফরেদদের দলভুক্ত মনে করবে। এটি হচ্ছে মূলনীতি। কিন্তু যদি কোনও জনিসি কাফরে ও মুসলিমি সবার মাঝে
প্রচলতি থাকে তাহলে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে হবে; যদিও মূলত সটো কাফরেদের থেকে গৃহীত হোক; যদি না সটো
সত্তাগতভাবে হারাম হয়। যমেন: রশেমেরে পোশাক পরা।’[সমাপ্ত][মাজমু দুবুস ওয়া-ফাতাওয়ালা হারাম আল-মাক্কী (৩/৩৬৭)]
তাকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘কাফরেদদের সাদৃশ্য গ্রহণের মাপকাঠি কী?’

তিনি উত্তর দেন: ‘সাদৃশ্য গ্রহণের মাপকাঠি হচ্ছে সাদৃশ্য গ্রহণকারী এমন কিছু করবে যা যার সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করছে ঐ
ব্যক্তির সাথে খাস। কাফরেদদের সাদৃশ্য গ্রহণ হচ্ছে মুসলিমি ব্যক্তির এমন কিছু করা যা কাফরেদের বৈধ। কিন্তু যা
আচরণটি মুসলিমদের মাঝেও প্রচলন লাভ করেছে এবং সটো আর কাফরেদের সবশেষে বৈধ হসিবে অবশিষ্ট নেই, সটো
গ্রহণ করা কাফরেদের সাদৃশ্য গ্রহণ বলে গণ্য হবে না। সুতরাং সাদৃশ্য গ্রহণ হসিবে সটো হারাম হবে না। যদি অন্য
কোনও দিক থেকে সটো হারাম হয় সটো হতে পারে। আমরা যা বললাম এটিই মূলতঃ শব্দটির প্রকৃত অর্থের দাবি। ফাতহুল
বারীর প্রণতো ইবনে হাজার অনুরূপ বিষয় (১০/২৭২) স্পষ্ট করে বলেন: ‘সালাফদের কউ কউ বুরনুস (লম্বা টুপি) পরা
অপছন্দ করতেন। কারণ এটি ছিল খ্রিস্টান পাদ্রীদের পোশাক। মালেককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এতে
কোনও সমস্যা নেই। তাকে বলা হলো: এটা খ্রিস্টানদের পোশাক। তখন তিনি বলেন: এই এলাকাতো এটি পরা
হত।’[সমাপ্ত]

আমি (ইবনে উছাইমীন) বলি: ইমাম মালেক যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী দিয়ে দলীল পেশ করতেন
তাহলে সটো উত্তম হত। যে হাদিসে তিনি বলেছেন: “ইহরামকারী জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও বুরনুস (টুপি) পরাধান করবে না।
... পূর্ণাঙ্গ হাদীস।”

ফাতহুল বারী (১/৩০৭) গ্রন্থে আরও রয়েছে: ‘যদি আমরা বলি যে এটি (ঘোড়ার বগুন) রঙের জন্য ব্যবহার করা থেকে নিষিদ্ধ
করা হয়েছে অনাবদদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণে, তাহলে এটি দ্বীনী কল্যাণের বিবেচনায়। কিন্তু এ ধরণের জনি স



সময়ে তাদরে আলামত ছিল; যখন তারা কাফরে ছিল। কিন্তু এখন যহেতে এটি আর তাদরে আলামত নয় তাই সেই কারণটি এখন দূর হয়ে গেছে। তাই মাকরূহ বা অপছন্দনীয়তা বাতলি হয়ে গলে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।'[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল আকীদাহ (পৃ. ২৪৫)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।